হ্যান্ডআউট
অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন

১. সার্বিক প্রক্রিয়া

চেতনা, সংগঠন, বৈষয়িক ভিত মজুবতকরণ, বিকল্প মূল্যবোধ এবং বিস্তার এই পাঁচটি উপাদান, একে অপরের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটায়। এই পাঁচটি উপাদানের মধ্যে চেতনাকে মনে করা হয় প্রধান বা কেন্দ্রীয় উপাদান। এর সাথে অন্যান্য উপাদান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করে। এই উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নীচের নক্শার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।

নকশা-১

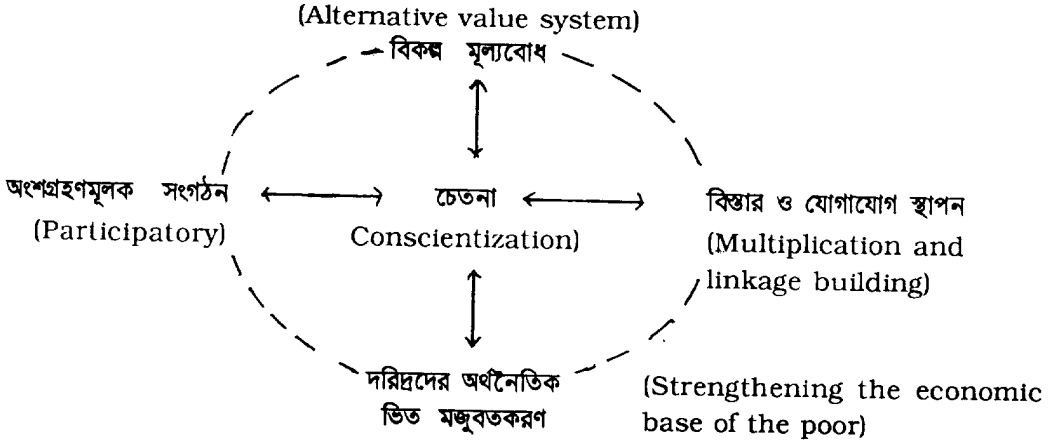

এটা লক্ষ্য করা গেছে, উপরের নকশায় যেভাবে আমরা অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া দেখাতে চেয়েছি তা বড়ই সূক্ষ্ম এবং সবসময়ই বিভিন্ন পর্যায়ে বিচ্যুতির আশঙ্কা থাকে। কিভাবে এই বিচ্যুতি ঘটতে পারে তা নিম্নে দেখানো হলোঃ

উপাদান (Elements)	সম্ভাব্য বিচ্যুতি (Possible degeneration)
১. চেতনা (Conscientization)	নেতা বা কর্মীর বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
2. অংশগ্রহণমূলক সংগঠন (Participatory Organisation)	অগণতান্ত্রিক অনুশীলন এবং স্তর কাঠামো, সনাতনী ক্ষমতার উদ্ভব ঘটাতে পারে।
৩. বৈষয়িক ভিত মজবুতকরণ (Strengthening the material base)	অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলে বিদ্যমান সামাজিক অসঙ্গতিগুলো গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে পারে।
৪. বিকল্প মূল্যবোধ (Alternative value systems)	প্রভাবশালীদের মূল্যবোধ অনুসরণ করার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।
৫. সম্প্রসারণ/ বিস্তার (Multiplication)	স্থবিরতা, ব্যক্তিগত পছন্দসই ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ বা বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে পারে।

অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের অনুসারীরা, এই প্রক্রিয়াকে ভিতর ও বাইরে থেকে আসা সার্বক্ষণিক চাপ থেকে রক্ষা করার জন্য কঠোর প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখী হন। কারণ এই সকল চাপ যে কোন ধরনের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে।

২. সাহায্যকারীর ভূমিকা (Role of the intervenor)

সাহায্যকারীর ভূমিকাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

- উদ্বুদ্ধকরণ (Animation) ভূমিকা
- সহায়তাকরণ (Facilitation) ভূমিকা

উভয়ের উদ্দেশ্য হলো সামর্থ্য গড়ে তোলা। উদ্বুদ্ধকরণ দরিদ্র মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে পূর্নরুজ্জীবিত করে এবং তার গঠনে সহয়তা করে। সহজীকরণ সমষ্টিগত কর্মকান্ড সংগঠিত করে ও তার পরিচালন ক্ষমতাকে সহায়তা করে।
যখন এই দুই প্রক্রিয়ায় মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব হয় তখন কর্মক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। উভয়ের সাফল্য তখনই প্রমাণিত হবে, যখন দেখা যাবে এক পর্যায়ে এসে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

২.১ উদ্বুদ্ধকরণ ভূমিকা (Animation)

প্রাথমিক পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের বুদ্ধিমত্তার উন্মেষ ঘটানো তথা তাদের বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ভূমিকা অনুভূত হয়। দরিদ্র মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা দীর্ঘদিন ধরে সুপ্ত ও অবদমিত হয়ে আছে। এক কৃষকের উক্তি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন উদ্বুদ্ধকরণের ফলে "আমাদের মস্তিষ্কের মরচে ঝরে গেছে" অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার পূনরুদ্ধার ঘটেছে।

এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মী সনাতন শ্রেণীভিত্তিক, প্রজা ও কর্তার সম্পর্ক ভেঙে ফেলেন। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসাবে মনে করা হয়। এর পরিবর্তে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মী দুই শ্রেণীর মধ্যে বিকল্প সম্পর্ক স্থাপন করে। এই দুই শ্রেণীর একদিকে রয়েছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীরা আর অপর দিকে রয়েছে অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জীবনের অনুশীলনে উপলব্ধিজাত জনসাধারণ। দুই দলের পারস্পরিক জানা-শোনার মাধ্যমে দরিদ্ররা তাদের দারিদ্রের বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজতে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জনসাধারণ অদৃষ্টবাদী দর্শন থেকে সরে এসে বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। বিশ্লেষণ তার চারদিকে সামাজিক বাস্তবতা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেতে সহায়তা করে। দারিদ্রকে সামাজিক প্রক্রিয়ার ফসলরূপে দেখা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে, দরিদ্র মানুষ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এটা এড়ানো যায় না, কারণ তারা আস্থাহীন, তথ্যের জন্য অন্য কারো দিকে চেয়ে থাকে এবং নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার উপর তাদের আস্থা নেই। এই অবস্থায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মীকে জনসাধারণের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা এবং বিশ্লেষণমুখী ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের সামর্থের উপর আস্থা স্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রাথমিক পরিচর্যার এই অবস্থায় কমবেশি একে অপরকে চিনবে-জানবে, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মী জনসাধাণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে জানবে। আর জনগণ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মীর নিয়ে আসা আনুষ্ঠানিক জ্ঞান থেকে জানবে। জনগণের অনুসন্ধান করার দক্ষতা যখন অর্জিত হবে, জনগণের মধ্যে থেকে বুদ্ধিবৃত্তির আবির্ভাব ঘটবে এবং কর্ম ও কর্মের প্রতিফল নিয়মিত ঘটবে তখন ইতিবাচক পথেই উদ্বুদ্ধকরণ কর্মীর ভূমিকা গৌণ হয়ে আসবে।

জনগণের মধ্যে থেকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মীর অভ্যুদয় এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলে ব্যাপক জনসাধারণের মাঝে চেতনা গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। জনগণের মধ্যে থেকে উঠে আসা উদ্বুদ্ধকরণ কর্মী বাইরের কর্মীর মত নন। তিনি বাইরের কর্মীর চেয়ে দ্রুত বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সামাজিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সক্ষম। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে জনগণের মস্তিষ্কের মরচে অপসারণ করতে সক্ষম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখতে পান।
জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ একটা জটিল কাজ। যা সম্পাদনে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মীর কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে যেমনঃ

ক. তার কিছু সামাজিক বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং তাদের সাথে কথা-বার্তায় পটু হতে হবে।
খ. তার বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকতে হবে যেমনঃ রাজনৈতিক-অর্থনীতির ব্যাখ্যা দানে সক্ষম হতে হবে।
গ. কিছু মূল্যবোধ থাকা আবশ্যক বিশেষতঃ স্ব-নির্ভরতা এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায়।
ঘ. সবশেষে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি অংগীকার থাকতে হবে। আর থাকতে হবে তাদের সৃজনশীল ক্ষমতার উপর আস্থা।
এই রকম উদ্বুদ্ধকরণ কর্মী কাজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের মধ্য থেকে নয়।

উদ্বুদ্ধকরণ কর্মীর ভূমিকায় যেসব বিচ্যুতি ঘটতে পারে তা হলোঃ

- জনগণের উপর নিজের পান্ডিত্য চাপিয়ে দেয়া
- সনাতনী নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে, যার উপর- জনসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচালনার জন্য নির্ভর করে
- চেতনার পরিবর্তে, প্রভাবশালীদের জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে

২.২ সহায়তাকরণের ভূমিকা

সহায়তাকরণ মূলতঃ দরিদ্র জনসাধারণের সামর্থকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক ধরনের সেবা, যাতে তারা নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমষ্ঠিগত কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। মনে করা হয় যে, এই ভূমিকাতে চারটি প্রধান উপাদান রয়েছেঃ

- **পরামর্শঃ** জনগোষ্ঠীর নিজেদের চিহ্নিত প্রকল্প এবং কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রস্তুতিতে সহায়তা দেয়া। বাইরের কর্মীরা তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়ে আসেন। জনগোষ্ঠীর সাথে থেকে তারা উদ্দেশ্য সাধনে উপায় উদ্ভাবনকারী হিসাবে কাজ করতে পারেন।
- **জাতীয় সম্পদের উপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণলাভে সহায়তা করাঃ** রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে জনসাধারণকে তার বৈধ পাওনাটুকু পেতে হলে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আমলাতন্ত্র ও জনসাধারণের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে এবং দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরাজ করছে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক। একজন সহজীকরণ কর্মীকে নতুন সম্পর্ক নির্ধারণে জনসাধারণকে তৈরী করার বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে, যা জনসাধারণের প্রয়োজন ও উপলব্ধির স্বীকৃতি দেবে।

- **সেবা প্রদান ঃ**

  যৌথ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে কিছু সেবার সমর্থন দরকার হতে পারে। সেবা প্রদান কারিগরী জ্ঞান, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন তথ্যের হতে পারে। বাইরের সহায়তাকারী কর্মী এইসকল সেবা সংগঠিত করতে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করবে।

- **বৈষয়িক সমর্থন ঃ**

  যখন জনগোষ্ঠী প্রাথমিক পর্যায়ে নিজস্ব সম্পদ ও প্রচেষ্টায় যৌথ কর্মকান্ড শুরু করে তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যার সমাধানে বাইরের বৈষয়িক সমর্থন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বৈষয়িক সমর্থন, প্রতিবন্ধকতা অপসারণে এবং সংকট মোকাবেলায় জনসাধারণের ক্ষমতা গড়ে তোলে। অবশ্য বৈষয়িক সমর্থনের ভাল-মন্দ দু'দিকই আছে, এটা আদর্শের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এর ফলে, জনগণের সাথে বাইরের সাহায্যকারীর সম্পর্কে নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। জনসাধারণকে তার উপর নির্ভরশীল হবার প্রবণতা দেখা দেবে। তিনি হয়ে যাবেন একজন দাতা। তিনি তখন উদ্বুদ্ধকরণ বা সহায়তাকারী কর্মী হিসাবে আর থাকবেন না।

  কাজেই বাইরের সাহায্যকারীর জন্য কঠিন পরীক্ষা হবে কিভাবে জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে, বৈষয়িক সমর্থনে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়।

উপরল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মীর ভূমিকা হলো-জনগোষ্ঠীকে কর্মে নামার জন্য তাদের ক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করা, অর্থাৎ তাদের কর্মসূচী ও কর্মতৎপরতার পরিকল্পনা প্রণয়নে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুযোগ গ্রহণে এবং পরিচালনার কাজে সহায়তা দেয়া। এই ভূমিকাকে সাময়িক বলে ধরে নিতে হবে। সহায়তাকারী কর্মী অবশ্যই ধীরে ধীরে তার দায়িত্ব-জনগণের মধ্যে থেকে উঠে আসা নেতৃত্বের কাছে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা সরাসরি আমলাতন্ত্রের সাথে কাজকর্ম চালাতে পারে এবং নিজেদের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বাড়াতে পারে।

২.৩ বাইরের নেতৃত্ব থেকে নিজেদের নেতৃত্বে উত্তরণ

জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তি, সাংগঠনিক ও পরিচালনাগত ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য সহায়তা দেয়ার পর উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তাকারী কর্মীর ভূমিকা আপনা আপনি শেষ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হলো উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তাকারীর ভূমিকা বাইরের কর্মীদের কাছ থেকে জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কর্মীদের কাছে হস্তান্তর করা। এই উত্তরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত করতে বাইরের সাহায্যকারীগণ অবশ্যই সচেতনভাবে চেষ্টা চালাবেন এবং জনগোষ্ঠী আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে নিজেদের চেষ্টার প্রমাণ রাখবেন।

বাইরের সাহায্যকারী যেভাবে এই উত্তরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত করতে পারেন তাহলো জনগণের মধ্য হতে উঠে আসা কর্মীদের সামাজিক ও বাস্তব কাজকর্মে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

একই সময়ে, গণসংগঠন এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে অগ্রণী কর্মীর ভূমিকা বেশী সংখ্যক সদস্য পালন করতে পারে। এতে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়া রোধ করা যাবে। গণসংগঠনের পরিচলানা এমনভাবে হওয়া উচিত, যাতে সাধারণ সদস্য থেকে অগ্রণী কর্মীর পর্যায়ে উঠে আসার সহজ সুযোগ থাকে। যৌথভাবে নিজেদের পরিচালনা, গণসংগঠনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।